শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

সর্বঃ শর্বঃ শিবঃ স্থাণুর্ভূতাদির্নিধিরব্যয়ঃ।
সম্ভবো ভাবনো ভর্তা প্রভবঃ প্রভুরীশ্বরঃ॥১৭

শাংকরভাষ্য :

"অসতশ্চ সতশ্চৈব সর্বস্য প্রভবাপ্যয়াৎ।
সর্বস্য সর্বদা জ্ঞানাৎ সর্বমেনং প্রচক্ষতে॥"
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৭০।১১)

ইতি ভগবদ্ব্যাসবচনাৎ *সর্বঃ*। শৃণাতি সংহারসময়ে সংহরতি সংহারয়তি সকলাঃ প্রজাঃ ইতি *শর্বঃ*। নিস্ত্রৈগুণ্যতয়া শুদ্ধত্বাৎ *শিবঃ* 'স ব্রহ্ম স শিবঃ' (কৈবল্যোপনিষদ ৮) ইত্যভেদোপদেশাৎ শিবাদিনামভির্হরিরেব স্তূয়তে। স্থিরত্বাৎ *স্থাণুঃ*। ভূতানামাদিকারণত্বাদ্ *ভূতাদিঃ*। প্রলয়কালেঽস্মিন্ সর্ব নিধীয়ত ইতি *নিধিঃ*। 'কর্মণ্যধিকরণে চ' (পাণিনি সূত্র ৩।৩।৯৩) ইতি কি প্রত্যয়ঃ স এব নিধির্বিশেষ্যতে— *অব্যয়ঃ* অবিনশ্বরো নিধিরিত্যর্থঃ। স্বেচ্ছয়া সমীচীনং ভবনমস্যেতি *সম্ভবঃ* 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' (গীতা ৪।৮) ইতি ভগবদ্বচনাৎ।

"অথ দুষ্টবিনাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ।
স্বেচ্ছয়া সম্ভবাম্যেবং গর্ভদুঃখবিবর্জিতঃ॥" ইতি চ।

সর্বেষাং ভোক্তৃণাং ফলানি ভাবয়তীতি *ভাবনঃ* সর্বফলদাতৃত্বম্ 'ফলমত উপপত্তেঃ' (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩৮) ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। প্রপঞ্চস্যাধিষ্ঠানত্বেন ভরণাৎ ভর্তা। প্রকর্ষেণ মহাভূতানি অস্মাজ্জায়ন্ত ইতি *প্রভবঃ* প্রকৃষ্টো ভবো জন্মাস্যেতি বা। সর্বাসু ক্রিয়াসু সামর্থ্যাতিশয়াৎ *প্রভুঃ*। নিরুপাধিকমৈশ্বর্যমস্যেতি *ঈশ্বরঃ* 'এষ সর্বেশ্বরঃ' (মাণ্ডুক্য ৬) ইতি শ্রুতেঃ॥

ভাবানুবাদ :

ধ্রুপদি সংগীতের তানবিস্তারের মতো পিতামহ ভীষ্ম যেন ভিন্ন ভিন্ন নামের পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে সৃষ্টি করছেন এক বহুমাত্রিক সংগীত। নারসিংহবপু অর্থাৎ নৃসিংহদেব, শ্রীমান, কেশব—এই পুরুষোত্তম রূপের বন্দনায় তিনি নারায়ণকে এনেছিলেন গুণের ঐশ্বর্যের আলোকে, শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে। সগুণাত্মক নামের অবরোহে এসে পিতামহ যেন আবার ফিরে যাচ্ছেন নির্গুণ আরোহের এক সুদূর ভাবনায়, ছন্দে আসছে অসীমের ছোঁয়া। তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি পুরুষোত্তম বলার পরক্ষণেই ভীষ্ম বলছেন, তিনি যেমন সতের মধ্যে আছেন, তেমনই আছেন অসতের মধ্যেও, তিনি 'সর্বঃ'।

ভাষ্যকার মহাভারতের উদ্ধৃতি (উদ্যোগপর্ব ৭০।১১) দিয়ে বলছেন, অসৎ এবং সৎ—দুইয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ তিনিই—'ময়া